মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ১২৯০

পর্ব-৪: সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ৩৬. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - দু‘আ কুনূত

আরবী

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء وَصَلَاة الصُّبْح إِذا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَة يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مَنْ بَنِي سُلَيْمٍ: عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

বাংলা

১২৯০-[৩] ’আবদুল্লাহ ইবনু ’আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে এক মাস পর্যন্ত প্রতিদিন যুহর, ’আসর, মাগরিব, ’ইশা ও ফাজ্‌রের (ফজরের) সালাতের শেষ রাক্‌’আতে ’সামি’আল্ল-হু লিমান হামিদাহ’ বলার পর দু’আ কুনূত পড়তেন। এতে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বানী সুলায়ম-এর কয়েকটি গোত্র, রি’ল, যাকওয়ান, ’উসাইয়্যাহ্ এর জীবিতদের জন্যে বদ্দু’আ করতেন। পেছনের লোকেরা ’আমীন’ ’আমীন’ বলতেন। (আবূ দাঊদ)[1]

ফুটনোট

[1] হাসান : আবূ দাঊদ ১৪৪৩।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: ধারাবাহিকভাবে এক মাসের প্রতিটি দিনেই কুনূত পড়তেন কোন সময়ই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বর্জন করতেন না। যুহর, ‘আসর, মাগরিব, ‘ইশা ও ফাজ্‌র (ফজর) সব ওয়াক্তেই তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুনূত পড়তেন। এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, কুনূতে নাযিলাটা কতিপয় সালাতের সাথে নির্দিষ্ট নয় এবং হাদীসে যারা কুনূতে নাযিলাহ্ পড়া উচ্চ আওয়াজে পঠিত ক্বিরাআত (কিরআত) বিশিষ্ট সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) কিংবা ফাজ্‌রের (ফজরের) সালাতের সাথে নির্দিষ্ট করেন, তাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করছে।

বিঃ দ্রঃ আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত বানী সুলায়ম একটি গোত্র আর এ গোত্রের তিনটি শাখা রয়েছে।

(১) রি‘ল ইবনু খালিদ ইবনু ‘আওফ ইবনু ‘ইমরুল ক্বায়স ইবনু বাহসাহ্ ইবনু সুলায়ম (রি‘ল)

(২) যাক্ওয়ান ইবনু সা‘লাবাহ্ ইবনু বাহসাহ্ ইবনু সুলায়ম (যাক্ওয়ান)

(৩) ‘আসিয়্যাহ্ ইবনু খাফফাফ ইবনু ‘ইমরুল ক্বায়স ইবনু বাহসাহ্ ইবনু সুলায়ম (‘আসিয়্যাহ্)।

এ তিনটি গোত্র সুলায়ম গোত্রেরই শাখা।

হাদিসের মান: হাসান (Hasan) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=55850

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন